

# বিরামপুরে ফের শিক্ষক নির্যাতন

ତଦାରକିର ବ୍ୟର୍ଥତାଯ ଦାୟ ଏଡାନୋର ପ୍ରବନ୍ଦତା ନିୟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ

মো. ইব্রাহীম মি. এন্ড্রা, বিরামপুর (দিনাজপুর)

: সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫



ଦିନାଜପୁରେ ବିରାମପୁର ଉପଜେଲାଯ ପର ପର ଶିକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ମାରଧରେ ଘଟନାଯ କୁନ୍ଭ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ । ପ୍ରଥମେ ଏକଟି ମାଦ୍ରାସାୟ ପ୍ରଭାଷକ ଦମ୍ପତ୍ରିର ହାତେ ଶିକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆହତ ହେଁଯାର ଘଟନାଯ ଦ୍ରୁତ ତଦାରକି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ଆସାୟ ଶିକ୍ଷକ ମହଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଦାନା ବାଁଧେ ।

এর মধ্যেই প্রকাশে আসে আরেক অভিযোগ। একই অঞ্চলের মাধুপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মী, অফিস সহকারী ও অফিস সহায়কের হাতে সহকারী শিক্ষক পঙ্কজ চন্দ্র মহন্ত মারধর ও অপমানের শিকার হয়েছেন বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বছুর বছুর একই অফিস, একই তদারকি কাঠামো, কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ধীরগতি ও উদাসীনতা শিক্ষকদের মধ্যে নতুন

উদ্বেগ তৈরি করেছে।

প্রথম ঘটনায় চাঁদপুর ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসায় প্রকাশ্যে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার পর পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় শিক্ষক সমাজ প্রশ্ন তুলেছে- প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ শুধু উপস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন?

দ্বিতীয় ঘটনায় সহকারী শিক্ষক পঙ্কজ চন্দ্র মহন্ত অভিযোগ করেন, তাকে শিক্ষক কমনরুমে তুকে চেয়ার, কিল-ঘূষি দিয়ে মারধর করা হয় এবং ধর্ম অবমাননাকর গালিগালাজসহ হত্যার হুমকি দেয়া হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়, পরবর্তীতে মীমাংসার নামে জোরপূর্বক এক কাগজে সই করিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয়। তিনি পরে চিকিৎসা নেন এবং ন্যায়বিচারের আবেদন করেন।

তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হচ্ছে, ‘ঘটনার বাস্তবতা ভিন্ন। তদন্ত হলে প্রকৃত চিত্র বের হয়ে আসবে।’

শিক্ষক সমাজ বলছে, বিদ্যালয়-মাদ্রাসা নৈতিকতার পাঠশালা। সেখানে যদি শিক্ষক-স্টাফদের দ্বারা শিক্ষক লাঞ্ছিত হন এবং প্রশাসনিক তদারকি দ্রুত ও কার্যকর না হয় তাহলে এর দায় কে নেবে? এ অস্থিরতা পুরো শিক্ষা পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

এদিকে স্থানীয় শিক্ষক মহল অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি, নিরপেক্ষ তদন্ত ও জবাবদিহিমূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বলেন, যাদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা তাদের নীরবতা বা ধীরগতি নতুন ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। দৃষ্টান্ত না হলে এ অসংস্কৃতি থামবে না।

এ বিষয়ে বিরামপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শমসের আলী মন্তব্য বলেন, অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নুজহাত তাসনীম আওন এর সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন, মাধুপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষককে মারধর করার বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শমসের আলী মন্ডলকে তদন্তের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।